দুই রেনেসাঁস

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের জীবনে এক অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য দেখা যায়। একে বলা হয় রেনেসাঁস। রেনেসাঁসের জন্মভূমি ছিল ইটালি। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়তে পড়তে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ডে। অনেকে এর আগে 'মহান' শব্দটার ব্যবহার পছন্দ করেন। কারণ ইউরোপের ইতিহাসে আরও রেনেসাঁস হয়েছে — দ্বাদশ শতাব্দীতে, তারও আগে হয়েছে শার্লেমান আরব্ধ ক্যারোলিনজিয়ান রেনেসাঁস। কিন্তু ইটালিতে শুরু রেনেসাঁসই মহান রেনেসাঁস বলে পরিচিত এবং এখান থেকেই বিশ্ব - ইতিহিাসের আধুনিক যুগের শুরু বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

কী ছিল মহান রেনেসাঁসের বিশেষত্ব? এর উত্তর পণ্ডিতরা একটি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন— 'আবিষ্কার।' একটি নয়, অনেকগুলি আবিষ্কার হয়। প্রথম আবিষ্কার হল মানুষ। দ্বিতীয় আবিষ্কার, নতুন জলপথ। তৃতীয় আবিষ্কার, নতুন মহাদেশ। চতুর্থ আবিষ্কার, পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে নতুন ধারণা। এই আবিষ্কারগুলির ফলে ইউরোপের মানুষ হল মানবকেন্দ্রিক ও ইহলোকমুখী। এতদিন মানুষ মানুষকে ভুলে এই জীবনকে অস্বীকার করে পরলোকমুখী ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক ছিল। মানুষকে ভুলে থাকার জন্য মানুষের শরীরকেও বিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু এবার মানুষের শরীরকে সুন্দর ও সত্য বলে জানল। এই জানার ফলে তার শিল্প ও সাহিত্যের সাধনায় দেখা দিল নতুন রূপ। মাইকেলোঞ্জেলোর মতো শিল্পীর শিল্পে প্রকাশিত হল মানুষের শারীরস্থান সম্বন্ধে বিপুল জ্ঞান। শিল্পসাধনার পাশাপাশি ভাসকো ডা গামা নতুন জলপথ আবিষ্কার করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যুগের সূচনা করলেন। একই সঙ্গে ইউরোপের পশ্চিমে অবস্থিত অসীম জলরাশি পার হয়ে কলোম্বাস পৌঁছোলেন অজানা এক মহাদেশে। এতদিন ইউরোপের মানুষ জানত যে পৃথিবীর আকার থালার মতো সমতল, দিগন্তই তার সীমানা, এই সীমার ওপারে গেলে মানুষ টুপ করে পড়ে যাবে মহাশূন্যে। কলোম্বাসই প্রথম এক পশ্চিমের কূল থেকে, মহাসাগর অতিক্রম করে, পুর্বের কুলে পৌঁছোন। এই সমস্ত ঘটনার সম্মিলিত যোগফলের প্রভাবে ইউরোপের মানুষের মনে, তার চিন্তায়, তার জীবনযাত্রায় এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয় যা রেনেসাঁস নামে প্রসিদ্ধ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেও এক অভূতপূর্ব ভাববিপ্লব ঘটে, ভারতীয় মানুষের সমাজে, অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে। এই বিপ্লবের জন্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ। তাই একে অনেকে বাংলার রেনেসাঁস বলে চিহ্নিত করেন। আবার অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁসকে অদৌ রেনেসাঁস বলে মানতে চান না। এঁদের মধ্যে অনেক পণ্ডিতব্যক্তি আছেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে বাংলায় যে - ভাববিপ্লব হয়েছিল তাকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া নেহাতই অতিশয়োক্তি। তাঁদের বক্তব্য ইটালির রেনেসাঁসের মহত্ব ও বিপুলত্ব বাংলায় ভূমিষ্ঠ রেনেসাঁসের ছিল না। কেউ কেউ আবার বাংলার রেনেসাঁসকে ইটালির রেনেসাঁসের ক্যারিকেচার বা হাস্যকর অনুকৃতি বলেছেন। অনেকে আবার বলেছেন যে, যে-সময় বাংলার রেনেসাঁসের জন্ম হয় তখন বাংলা ছিল পরাধীন এবং কোনও পরাধীন দেশে রেনেসাঁস ঘটতে পারে না। আবার কেউ কেউ বলেন যে ইটালির রেনেসাঁসের সর্বব্যাপিতা বাংলার রেনেসোঁসের জন্ম ছিল না, তাঁরা বাংলা রেনেসাঁসকে মুষ্টিমেয় শহুরে ভদ্রলোকদের সীমাবদ্ধ সাংস্কৃতিক বিলাসিতা বলে উড়িয়ে দেন।

প্রকৃতপক্ষে ইটালীর রেনেসাঁসের অথবা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অসাধারণ মহিমা কী ছিল তা কি আমরা গভীর ও নির্মোহভাবে জানবার চেষ্টা করেছি নাকি সাদা সাহেবদের ব্যাপার বলে প্রথমেই সম্ভ্রমের সঙ্গে উঁচু তাকে তুলে রেখেছি? অবশ্য ওয়ালটার পেটার ইটালীয় রেনেসাঁসকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও কবিতা তথা সৃষ্টিশীল নান্দনিক চত্ত্বরে। তাঁর 'রেনেসাঁস' গ্রন্থটিকে স্যার কেনেথ ক্লার্ক রেনেসাঁস যুগের শ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বলে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে আরব - মুসলিমদের সংরক্ষিত প্রাচীন তথা গ্রিক জ্ঞানবিদ্যার পুনরুদ্ধার, অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরীয় দেশে ফিরিয়ে আনা, প্রাতিস্বিক ব্যক্তিতন্ত্রের বিকাশ, ইহলোক মানুষ ও পৃথিবীকে আবিষ্কার ইত্যাদিকে রেনেসাঁসের এক - একটা বিশেষত্ব রূপে উল্লেখ করেছেন 'ইটালীয় রেনেসাঁসের সভ্যতা, গ্রন্থের লেখক জেকব বুর্খার্ট। আর 'জাতিগুলির সম্পদ' গ্রন্থের লেখক অ্যাডাম স্মিথের সিদ্ধান্ত এই যে যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো দুটি ঘটনা হল ভাসকো ডা গামার নতুন জলপথ ও কলোম্বাসের নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার। দুই বিপরীত দিকে দুটি কীর্তির দুঃসাহসিকতা ও ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বৃহত্তর পরিসরে অঙ্গীভূত।

সর্বব্যাপিতার দিক দিয়ে বাংলার রেনেসাঁসের স্রষ্টারা অবশ্যই অ্যাডাম স্মিথের প্রশংসাযোগ্য কোনও আবিষ্কার করতে পারেনি, তবে দুটো আবিষ্কারের কোনওটাই কোনও ইটালীয় রাজা বা ধনবান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পন্ন হয়নি। ভাসকো ডা গামার অভিযানের পেছনে যেমন ছিল পুর্তগালের রাজার উৎসাহ ও স্বার্থ তেমনই ছিল পোপের আদেশ ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের আগ্রহ। খ্রিস্টান ধর্মগুরু বলেই দিয়েছিলেন যে অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে ডা গামার কপালে জুটবে মৃত্যু। সফল হয়ে ফেরার জন্য তিনি পেয়েছিলেন 'ধর্ম রক্ষক' খেতাব এবং তাঁর সম্মানে একটি মঠের প্রতিষ্ঠা। আর কলোম্বাস জন্মসূত্রে ইটালীয় ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পৃষ্ঠপাষক ছিলেন 'কট্টর ক্যাথলিক' বলে পরিচিত স্পেনের রানি ইসাবেলা। কলোম্বাসের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা বিশ্বইতিহাসের যে বিরাট ধাপ্পা সে-বিষয়ে বাংলার রেনেসাঁসের পণ্ডিত সমালোচকরা নীরব। ধাপ্পাটা এই যে কলোম্বাস লিখিত যে -আত্মজীবনী ১৮৯২ সালেও শেষবারের মতো পাঠক সমাজের হাতে পড়েছিল সেই আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই বলেছেন যে ইউরোপের মাটি থেকে মুসলমানদের মুছে ফেলার জন্য পশ্চিমের জলরাশির ওপারে সোনার দেশ থেকে সোনা এনে আর-একটা ক্রুসেড সংগঠনের উদ্দেশ্যে স্পেনের রানি তাঁকে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। আমরা কিন্তু সাহেবদের ও সাহেবভক্ত ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসে এই মিথ্যে কথা পড়ি যে ভারতে আসার বাণিজ্যপথ খুঁজতে কলোম্বাস ভুল করে নতুন ভূখণ্ডে পৌঁছেছিলেন। আর আমাদের ইতিহাসেও এই মিথ্যেটাই লিখি ও ছাত্রদের পড়াই। মহান রেনেসাঁসের সমুদ্রাভিযানের অধ্যায় যে আসলে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারে আগ্রাসী ইতিহাস একথা আমরা যেন মনে রাখি।

মহান রেনেসাঁসের আমলে ইটালি বলে এখনকার অর্থে কোনও স্বাধীন দেশই ছিল না, ছিল বহু ছোটো ছোটো নগরভিত্তিক রাজ্য ওবং এই রাজ্যগুলি সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করত। মহান রেনেসাঁস কোনওদিনই ইটালীয়ভাষীদের বৃহত্তর জনসমাজে পৌঁছয়নি, তা ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, ভেনিস, পিসা, মিলান প্রভৃতি শহরের ধনীবণিকদের ও তার অনুগৃহীত পরিবারগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ মানুষ করত যিশু খ্রিস্টের ভজনা ও ধর্মযাজকদের আজ্ঞাপালন, রাশি রাশি কুসংস্কার ও উদ্ভট কাহিনিতে ডুবে থাকত, ডাইনি, প্রেতাত্মা ইত্যাদিতে ছিল সদাভীত। তা ছাড়া মাইকেলোঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, বোতিচেল্লি, রাফায়েল প্রমুখ মহাশিল্পীদের অধিকাংশ শিল্পকর্মই কি খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ক নয়? অনেক শিল্পকর্মের উদ্দেশ্যই কি খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার নয়? রেনেসাঁসের আমলেই কি কে কত খাঁটি খ্রিস্টান তা নিয়ে তদন্ত করে কোনও অজুহাত পেলেই ভ্রষ্টখ্রস্টান দাগা মেরে আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছয়নি? মুসলমানি ছাপ আছে বলে আলহামব্রার মতো বিস্ময়কর স্থাপত্যশিল্পকে কি রেনেসাঁসের আমলেই ধ্বংস করা হয়নি? রেনেসাঁস নাকি মানুষের মহিমা ও মূল আবিষ্কার করেছিল। তা হলে কী করে পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দীতে আফ্রিকার কালো মানুষদের ধরে এনে দাস ব্যবস্যার স্বর্ণযুগ এসেছিল? মহান রেনেসাঁসের আলোর নীচে গাঢ় অন্ধকারকে কবে আমাদের পণ্ডিতসমাজ দেখার সাহস সঞ্চয় করবেন?

ইউরোপের মহান রেনেসাঁসের আমলে যখন গোঁড়া খ্রিস্টানরা উদার বা যুক্তিবাদী খ্রিস্টানদের ভ্রষ্টখ্রিস্টান আখ্যা দিয়ে জীবন্ত পোড়াচ্ছে তখন বাংলার রেনেসাঁসের সতীদাহের নামে পতিহারাকে দাহ করার গোঁড়ামি বন্ধ করার আন্দোলন হচ্ছে এবং সফল হচ্ছে বহু শতাব্দীর পুরানো প্রথা রদ করাতে। রেনেসাঁসের আমলে খ্রিস্টানতত্ত্বের চর্চার ভিত্তিতে বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠাগুলি ক্রমশ বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা পাচ্ছে তখন রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে যে শিক্ষাক্রম প্রচলনের ডন্য ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে অনুরোধ করেন তেমন সেকিউলার শিক্ষাক্রম ইউরোপের কোথাও প্রচলিত ছিল না, একথাটা কি বাংলার রেনেসাঁসের পণ্ডিত নিন্দুকরা খোঁজ করে দেখেননি! রামমোহন কৃষিব্যবস্থা ও কৃষকসমাজের উন্নতির জন্য বহুতর ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের বদলে কৃষকের সঙ্গে করার প্রস্তাব করেছিলেন—সাধারণ মানুষের জন্য ইউরোপীয় রেনেসাঁসের একজন মনীষীও কি এরকম কথা ভেবেছিলেন? বাংলার রেনেসাঁসের পথিকৃৎ রামমোহন যে - ধর্মীয় উদারতা ও বিভিন্ন পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন তার তুলনা কি পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দীর কোনও ইউরোপীয় মনীষীর মধ্যে পাই? রামমোহন বিদ্যাসাগর নারীজাতির অধিকার, উন্নতি ও প্রগতির জন্য যেমন সচেষ্ট ছিলেন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কোনও সন্তানের মধ্যে কি তেমন নারীর প্রয়োজন স্বীকারের মানসিকতা পাই? ক্ষেত্রজ তথ্য ও সত্য বিচার না - করে শুধু কিংবদন্তি বিশ্বাস করে ইতিহাসের মূল্য নির্ধারণ থেকে আমাদের পণ্ডিতরা কবে বিরত হবেন?